সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যস্থার মহাসংকট
মাওবাদীদের নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন/ফোরাম গঠনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে

৯০-দশকটি শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্র নামধারী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের মধ্য দিয়ে। যদিও এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই সংকট, কিন্তু একে "সমাজতন্ত্রের পতন" নামে অভিহিত করে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী অভিযান শুরু করেছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও চিরস্থায়ীত্বর মিথ্যা আবহ সৃষ্টি করা। এটা কমিউনিজমের আদর্শের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে ও বিশেষত মধ্যবিত্তদের মাঝে হতাশা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের পরিস্থিতিতে মার্কিনের নেতৃত্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা "বিশ্বায়ন" নামে এক নতুন কর্মসূচি হাজির করে, এক মেরুবিশ্বের অবতারণা করে এবং বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশ অনেক জোরালো হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটি সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার বিকাশ, কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি ও একধরনের বিকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এটা বিপ্লব ও জন-আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতেও ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে "বিশ্বায়ন" নামে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ, লুণ্ঠন, শোষণ, নিয়ন্ত্রণ, বিকৃতকরণ, পরিবেশ ধ্বংস– এসবের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরকম এক পরিস্থিতিতে "বিশ্বায়ন" কর্মসূচি প্রকৃত কমিউনিস্ট আদর্শের অগ্রাভিযানকে দুর্বল করতে পারেনি, যদিও বিবিধ বিভ্রান্তি ও সুবিধাবাদ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। '৮০-দশকে রিম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালেমা-বাদী যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্সজ্জিত হওয়া শুরু করেছিল, পেরুর গণযুদ্ধ এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন তাকে বিরাটভাবে এগিয়ে নেয়। কিছু পরে '৯৬-সাল থেকে নেপালে গণযুদ্ধ শুরু হলে তার আরো বড় অগ্রগতি সাধিত হয়।

২০০১ সালে আফগানিস্তানে আগ্রাসনের মাধ্যমে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বজনগণের বিরুদ্ধে যে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছিল, তার বিরুদ্ধে সাথে সাথেই সারা বিশ্বে নতুন প্রতিবাদ আন্দোলন, বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতেই যদিও পেরুর গণযুদ্ধ প্রধানত পার্টির অভ্যন্তরীণ কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নেপালের মাওবাদী নেতৃত্বে গণযুদ্ধ নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে বিশ্ব জনগণের সামনে মুক্তির দিশাকে তুলে ধরা শুরু করেছিল। বিশ্বজুড়ে মার্কিনের "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ"র নামে অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন বিপদ ডেকে আনে।

– এরই পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের মন্দা পরিস্থিতি তার সংকটকে বহুমুখী করে তোলে। খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ দেশে বেইল আউটের মতো পলিসির দ্বারা সংকট কাটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকটির গোটা সময় জুড়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে একের পর এক মন্দার আঘাত নেমে আসে।

– সাম্রাজ্যবাদের এই সংকট পরিস্থিতি তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিসর, সিরিয়া, বাহরাইন, ইয়েমেনসহ এমনকি সৌদি আরব পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে "আরব বসন্ত"-র এক নতুন জন-আন্দোলনের ঢেউ গড়ে তোলে। এসবই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সংকটকে বৃদ্ধি ও আরো বহুমুখী করতে ভূমিকা রাখে। আরব বসন্তের ফলশ্রুতিতে কিছু দেশে বহু বছর ধরে চলে আসা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে, কোথাও বা তার উপক্রম হয়। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মসূচির অভাবে এই জন-আন্দোলন ব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। বরং কোথাও কোথাও সংস্কারের মাধ্যমে, আর কোথাওবা অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে জোরালো করে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখে। একইসাথে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরকে তারা সুচারুরূপে কাজে লাগায় জনমুখী কোনো পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য। পরিণতিতে জঙ্গি মৌলবাদের বিকাশ ঘটে, যদিও তা সাম্রাজ্যবাদের নতুনতর সংকটের কারণও হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের গণতন্ত্রের মুখোশ আরো বেশি করে খুলে পড়ে।

একইসাথে তা খোদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে পুঁজিবাদী লুণ্ঠন, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল জনগণের বিবিধ আন্দোলন গড়ে তোলে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজ দেশে 'অকুপাই আন্দোলন' ও গ্রিসে তথাকথিত 'কৃচ্ছ্রতা কর্মসূচি'র নামে জনগণের উপর বর্ধিত ট্যাক্স আরোপ, জনকল্যাণমুখী বিবিধ কর্মসূচিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, ছাঁটাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। এসব ছাড়াও মার্কিনসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীদের অধিকার আন্দোলন, কালো মানুষ অভিবাসী ও গৃহহীনদের আন্দোলন স্থায়ীভাবেই বিরাজমান। উপরে উল্লিখিত দফায় দফায় অর্থনৈতিক মন্দা এসব জন-আন্দোলনকে আরো গতিশীল করেছে।

– এসব সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ অর্থনীতিকেই ভরসা করে। যা সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, ইরান, বাহরায়েন, ইয়েমেন, লিবিয়া, আফগানিস্তান, আফ্রিকায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এসব যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের সংকট মোচনের বদলে তাদের নতুন নতুন সংকটে ফেলেছে, যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিবাসী সংকট, যাতে সমগ্র ইউরোপে এক গুরুতর মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর মোকাবেলায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মানবতার মুখোশও খুলে পড়েছে। এমনকি এটা সেসব দেশে নব্য ফ্যাসিবাদের বিকাশ ডেকে আনছে।

ইরাকের সংঘাতময় পরিস্থিতি বজায় রেখে মার্কিন সেনা দেশে ফিরিয়ে নেয়া, আফগানিস্তানে শোচনীয়ভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হওয়া, সিরিয়ায় রুশ সামরিক হুমকি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য নতুন হুমকি সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া ৩০ বছরে আবার

পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চীনও পরাশক্তি। উভয় দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন স্বার্থের জন্য গুরুতর প্রতিবন্ধক ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে চীন ও রাশিয়া। সেজন্য তাদের ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষে এমনসব পরিকল্পনা হাতে রেখেছে যার অবধারিত পরিণতি ইউক্রেন প্রক্রি ওয়ার। আমেরিকা নিজের স্বার্থে বিশ্বের যে কোনো স্থানে যে কোনো ফর্মে আঘাত হানতে বদ্ধ পরিকর। সুতরাং সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চীন ও রাশিয়াকে এমনভাবে দুর্বল করা, যাতে তারা আমেরিকাকে আর চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

এছাড়া আরো লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোকে এই বার্তা দেয়া যে, নিজেদের (ইউরোপ) আলাদা নিরাপত্তার চিন্তাভাবনা অমূলক, যা তারা অনেকদিন ধরে ভেবে আসছে। ইউক্রেন যুদ্ধ সে ভাবনা থামিয়ে দিয়েছে।

ইউক্রেনের মার্কিন দালাল জেলেনস্কি সরকার ন্যাটোজোটে যোগ দেয়ার জন্য মরিয়া। যা রুশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য বড় হুমকি। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাশিয়ার আগ্রাসন আকারে ইউক্রেন যুদ্ধ মূলত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধটা চলছে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তির মধ্যে। শুধু যুদ্ধের মাঠটি ইউক্রেন। রাশিয়া যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে তা যতনা ইউক্রেনকে টার্গেট করে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বকে টার্গেট করে।

সাম্প্রতিককালে মার্কিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের আবির্ভাব এবং মার্কিনীদের সাম্রাজ্যে বহুবিধ সংকট বেড়ে ওঠার কারণে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একমেরু বিশ্বে ভাঙন ধরেছে। বিশ্বের প্রভুত্ব নিয়ে চীন-রাশিয়া ও মার্কিন ব্লকের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। মার্কিনের নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের সংকটের জের ধরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চীন এখন বিশ্ব ভাগবাটোয়ারায় ভাগ বসাতে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আগামী ৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব জয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। রাশিয়াও ইতিমধ্যে চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এবং নিজ সাম্রাজ্য গুছিয়ে ইউরোপে তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া দেশগুলোকে পুনরায় নিজ বলয়ে টেনে আনার চেষ্টা করছে এবং প্রয়োজনে সামরিক আগ্রাসন চালাতেও সাহস দেখাচ্ছে। ইউক্রেন ঘিরে রাশিয়ার আগ্রাসন হচ্ছে রুশ-মার্কিন আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন।

সাম্প্রতিক ২০-তম পার্টি কংগ্রেসে সি-জিন পিংয়ের পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মূল লক্ষ্যও মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে চীনকে বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

নবতর এই বিশ্ব পরিস্থিতি এমন এক বহুমুখী বিশ্ব গড়ে তুলছে যা একমুখী অপ্রতিরোধ্য একক আধিপত্য খর্ব করবে। এই উভয় দেশ মার্কিন ডলারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব খর্ব করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ডলারের বিকল্প হিসেবে রুশ রুবল ও চীনা ইউয়ানের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য শুরু করেছে। ইউরোপসহ বিশ্বের বহু দেশ রুশ গম ও তেল-গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। এরই মধ্যে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাঙ্গেরি, ইতালি ও জার্মান রুবলে রুশ তেল-গ্যাস ক্রয় করছে। সৌদি আরব মার্কিনকে পাশ কাটিয়ে চীনের সঙ্গে চীনা মুদ্রায় তেল বিক্রি করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকেই মহাসংকটে নিপতিত করেছে।

ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল রুশ ফেডারেশনের অংশ করে নেওয়ায় ইউরোপের সবচেয়ে বড় দেশ ইউক্রেন ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু এই যুদ্ধ আর ইউক্রেনের ভূমি কমা ও রাশিয়ার অঞ্চল বাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে এর প্রভাব পড়ছে/পড়বে। মধ্যম সারির দেশগুলোর ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া জাতিসংঘের ৭৭-তম অধিবেশন জুড়ে মূল আলোচনা ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও পুতিনের পারমানবিক যুদ্ধের হুমকি।

ধীরে ধীরে ইউক্রেন যুদ্ধ শুধু সংশ্লিষ্ট দুই দেশে নয়, পুরো বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানের নারী ও গণ আন্দোলন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধের রিহার্সেল, চীন ও তাইওয়ান যুদ্ধের মহড়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া এবং তাজিকিস্তানেও যুদ্ধ পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। শ্রীলংকা, পাকিস্তান এবং মিয়ানমারের সামরিক/বেসামরিক সরকার বিরোধী গণআন্দোলন এবং দমন-পীড়ন ভয়াবহ এক অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

দুই সাম্রাজ্যবাদী বলয়ের কামড়াকামড়ির সুযোগে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার জাতি-জনগণের উপর শোষণ-নিপীড়নকে আরো জোরালো করার সুযোগ লাভ করেছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আশীর্বাদে বাংলাদেশেও হাসিনার আওয়ামী ফ্যাসিবাদ দীর্ঘ জীবন লাভের সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে জ্বালানি সংকট, দেশে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, সরবরাহের ঘাটতি, সরবরাহে বাধা, আমদানি ও রফতানি কার্টেল, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিকভাবে মেরুকরণ হচ্ছে।

এই যুদ্ধের অভিঘাতে ইউরোপে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য ও জ্বালানি সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইতালি, ফ্রান্স, বৃটেনে বারংবার সরকার পতন ঘটছে। সুইডেনের মতো কল্যাণ রাষ্ট্রের দাবিদার সাম্রাজ্যবাদী দেশে সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। মার্কিন-ইউরোপীয় পশ্চিমা গণতন্ত্রের মুখোশধারীরা সরাসরি ফ্যাসিবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই সুযোগে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চীন-রাশিয়াও তাদের ফ্যাসিবাদী শাসনকে পাকাপোক্ত করেছে/করছে। তার প্রভাবে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী বলয়ের প্রভাবিত দেশগুলোতেও সরকার এবং শাসকশ্রেণি ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে/করছে।

এর মোকাবিলায় সরকার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে। ভারত ও ফিলিপাইনে গণযুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশসহ আরো কিছু দেশে মাওবাদী পার্টি সংগঠন গণযুদ্ধের বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে সংগঠন-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু বিপ্লবী কর্মসূচী, আদর্শ, পার্টি ও সংগ্রামের দুর্বলতা বা অভাবের কারণে স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভগুলো দমন করে শাসক-বুর্জোয়াশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

মালেমা'র ভিত্তিতে কমিউনিস্টদের একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বা ফোরাম না থাকায় মাওবাদীরা নিজেদের সংগ্রামকে জোরালো করা, টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গন্ডিতে বেশি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জাতি-জনগণের মুক্তির সংগ্রামে অংশীদার হওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া ও বিজয়ী করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে।

'৮০-এর দশকের শেষ থেকে নতুন শতাব্দী শুরুর প্রথম দিক পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশ পেরু-ফিলিপাইন-ভারত-নেপাল-তুরস্ক-বাংলাদেশে মাওবাদী আদর্শে গণযুদ্ধ সর্বহারা শ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল, আশাবাদ জাগিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছিল। যদিও বিভিন্ন কারণে সেই বিপ্লবী আন্দোলন কোথাও কোথাও বিপর্যস্ত হলেও আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে।

এক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে নতুন শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মাওবাদী বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন" –'রিম' এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৩য় আন্তর্জাতিকের পরবর্তী মাওবাদীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে 'রিম' গঠন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করা, সুসংহত করা ও বিজয়ী করার এক অগ্রপদক্ষেপ।

রিম বহির্ভূত মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বিশেষত ভারত ও ফিলিপাইনের পার্টির গণযুদ্ধকে অব্যাহত রাখা এবং ক্রমশ শক্তিশালী করা।

কিন্তু পেরুর ডান সুবিধাবাদী লাইন (রোল), নেপাল গণযুদ্ধে প্রচণ্ড-বাবুরাম চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও আমেরিকায় বব এ্যাভাকিয়ানের নেতৃত্বে আরসিপি'র 'নিউ কমিউনিজম' গ্রহণ করার মাধ্যমে মালেমা থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরুন রিম অকার্যকর হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির আত্মগত সামর্থ অসংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

রিম অকার্যকরি হওয়ার পর থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তের মাওবাদী পার্টি ও সংগঠন আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই প্রক্রিয়াটা করোনা মহামারির কারণে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হলেও মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইনে যৌথবিবৃতি প্রকাশটা অব্যাহত ছিল। আমাদের পার্টি সেইসব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তবে ভ্রাতৃপ্রতিম কোনো কোনো পার্টি ও সংগঠনের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক-আলোচনা বজায় ছিল।

সাম্রাজ্যবাদের এই মহাসংকটকালে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠছে তখন আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিক ভূমিকা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। যা অনেক পার্টি ও সংগঠনই উপলব্ধি করেছে। তবে এখনো কার্যকর দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি।

আমাদের পার্টির অবস্থান হচ্ছে যে সব মাওবাদী সংগঠন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে সম্মত সেইসব সংগঠনকেই সে লক্ষ্যে এই মুহূর্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপ/ধরন প্রভৃতি সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হতে হবে। পার্টি ও সংগঠনের ঐক্যমতগুলোকে তুলে ধরতে হবে। এবং মতপার্থক্যগুলো বিতর্ক-পর্যালোচনা-সংগ্রামের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। একইসাথে এখনই সংগঠিত হচ্ছে না এমন মাওবাদী শক্তিসমূহকে এতে যুক্ত হওয়ার পথ খোলা রাখার পাশাপাশি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন।

মে ২০২২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী), মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি– ইতালি, আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট(মাওবাদী) পার্টি, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (বিপ্লবী মাওবাদী) সহ বিভিন্ন দেশের পার্টি ও সংগঠন "আন্তর্জাতিক মে দিবসের ঘোষণা: লাল মে দিবস অমর হোক!" শিরোনামে যে যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করেছে এবং সেখানে বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠনের যে আহবান রেখেছে আমরা তা গ্রহণ করছি এবং তাকে আগামীতে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের পার্টিকে সংযুক্ত করার জন্য সকল পার্টি ও সংগঠনের প্রতি আহবান রাখছি।

আন্তর্জাতিক বিভাগ,
কেন্দ্রীয় কমিটি, পূবাসপা,
নভেম্বর ২০২২